মুজিবনগরে চাঁদাবাজি মামলায় ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতিসহ ৫ জন আটক

মুজিবনগরে চাঁদাবাজি মামলায় উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতিসহ ৫ জনকে আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

আজ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে মুজিবনগর উপজেলার গোপালপুর গ্রামের রফিকুল ইসলামের ছেলে খোরশেদ আলমের দায়েরকৃত চাঁদাবাজি মামলায় আসামীদের আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন, মুজিবনগর উপজেলা ছাত্রলীগের (সাবেক) সভাপতি মহাজনপুর গ্রামের আ:সাত্তারের ছেলে হেলাল উদ্দীন লাভলু, বিশ্বনাথপুর গ্রামের আইয়ুব আলী ছেলে আব্দুস সালাম, একই গ্রামের মৃত মকছেদ মন্ডলের ছেলে বাহালুল ইসলাম, দারিয়াপুর গ্রামের মৃত আমিন উদ্দিনের ছেলে জিয়ারুল ইসলাম এবং কোমরপুর গ্রামের আলিহিম মন্ডলের ছেলে আজিজুল হক ভটু।

ভুক্তভোগী খোরশেদ আলম ২৭ জনের নাম উল্লেখসহ আরো অজ্ঞাতনামা ২০-২৫ জনকে আসামি করে ২ তারিখ বুধবার দিবাগত রাতে মুজিবনগর থানায় মামলাটি দায়ের করেন।

মামলার অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, গোপালপুর গ্রামের খোরশেদ আলমের বামনপাড়া বাজারে রফিক কার ওয়াশ ও ভলকানাইজিং ওয়ার্কসপ ছিল। টাকার প্রয়োজনে ওয়ার্কসপটি গত এপ্রিল মাসের ২৫ তারিখে খোরশেদ আলম বামন পাড়া গ্রামের মৃত মোকসেদ মির এর ছেলে মারুর নিকট ১৮ লাখ টাকায় বিক্রি করে। এই বিষয়টি আসামিগণ জানতে পেরে গত এপ্রিল মাসে ৩০ তারিখ আনুমাসিক রাত আটটার দিকে মামলায় উল্লেখিত আসামিগণ সহ আরো ২০-২৫ জন অজ্ঞাতনামা লোক বিভিন্ন দেশিও অস্ত্র ও অবৈধ আগ্নেয় অস্ত্র সহ খোরশেদ আলমের বাড়িতে ঢুকে তাকে ঘিরেধরে হত্যার হুমকি দিয়ে ১০ লক্ষ টাকা চাঁদা দাবি করে। চাঁদা না দিলে তাকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি প্রদান করে। প্রাণ ভয়ে খরশেদ আলম ঘরে থাকা ৫ লক্ষ টাকা আসামিদের দিয়ে দেয়। ৫ লক্ষ্য টাকা পেয়ে আসামিগণ এক সপ্তাহের মধ্যে বাকি ৫ লক্ষ টাকা পরিশোধ না করলে তাকে খুন করা হবে বলে হুমকি প্রদান করে চলে আসে। সেই সময় ঘটনার বিষয়ে খোরশেদ আলম মুজিবনগর থানায় এটি অভিযোগ দায়ের করতে

গেলে থানা কর্তৃপক্ষ অজ্ঞাত কারণে অভিযোগটি গ্রহণ করেনি। একথা জানতে পেরে পুনরায় আসামিগণ খোরশেদ আলম কে হত্যার হুমকি দিলে তিনি প্রান ভয়ে আদালতেও মামলা করেনি। বর্তমানে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হওয়ার কারণে ন্যায় বিচার পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় তিনি এই মামলা দায়ের করেন বলে তিনি প্রতিবেদক কে জানান।

এ বিষয়ে মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সাইফুল আলম জানান, খোরশেদ আলমের দায়েরকিত মামলায় অভিযান চালিয়ে এজাহার ভুক্ত আসামীদের গ্রেফতার করে কোর্টে প্রেরণ করা হয়েছে। অন্য আসামিদের গ্রেফতার করতে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

ঝিনাইদহ থেকে সাবেক অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেলসহ ৫ জন আটক

ঝিনাইদহ হয়ে ভারতে পালানোর সময় সাবেক অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেলসহ ৫ জনকে আটক করেছে পুলিশ।

আটককৃতরা হলেন, সুপ্রিম কোর্টের সাবেক অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল ব্যারিস্টার মো: মেহেদী হাসান চৌধুরী (৫৪), গাজীপুর মহানগর আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য, ভাওয়াল বদ্রে আলম সরকারী কলেজ ছাত্র লীগের সাবেক সহসভাপতি ও মেট্রো চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির পরিচালক রিয়াজ মাহমুদ আয়নাল (৫৩), তার চাচা শশুর গাজীপুর জয়দেবপুরের মুদি দোকানদার সানোয়ার হোসেন (৫৪), মানিকগঞ্জ জেলা যুব লীগের সদস্য, মাদকদ্রব্য নিরাময় কেন্দ্রের প্রষ্ঠিাতা ও বিশিষ্ট ঠিকাদার সৌমিত্র সরকার ওরফে মনা
(৪৬) ও প্রাইভেট চালক ধামরাইয়ের রুবেল দেওয়ান (৩৮)।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরের দিকে ঝিনাইদহ শহরের কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল থেকে পুলিশ তাদেরকে আটক করে। পুলিশ তাদের সম্পর্কে যাচাই বাছাই শেষে নিশ্চিত হয়ে রাত ৯টার পরে আটকের খবর জানায়।

আজ বুধবার (১১ সেপ্টেম্বর) দুপুরে তাদের মধ্যে প্রাইভেটকার চালক বাদে ৪জনকে ঝিনাইদহ আদালতে সোপর্দ্দ করা হয়েছে।

জানা গেছে, আটককৃত ব্যক্তিরা ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্ত দিয়ে ভারতে পালানোর উদ্যেশ্যে একটি ভাড়াকরা প্রাইভেটকারযোগে ঢাকা থেকে রওনা দেন। তারা সীমান্তের ‘ধুড়’ পাচার চক্রের সদস্য জনৈক আকরাম হোসেনের সাথে যোগাযোগ করেন। আকরাম হোসেনের সাথে তাদের ভারতে পৌঁছে দেয়ার চুক্তি হয়।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি শাহীন উদ্দিন জানান, গোপন সংবাদে খবর পেয়ে মঙ্গলবার বেলা দেড়টার দিকে ট্রাফিক ইন্সপেক্টর মশিউর রহমান শহরের কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল এলাকায় চেকপোষ্ট বসিয়ে একটি প্রাইভেট কার থেকে সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল ব্যারিস্টার মেহেদী হাসান চৌধুরী, গাজীপুর মহানগর আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য রিয়াজ মাহমুদ আইনাল, সরোয়ার হোসেন, মানিকগঞ্জের সৌমিত্র সরকার ও প্রাইভেট চালক ধামরাইয়ের রুবলে দেওয়ানসহ ৫ জনকে আটক করেন।

আটককৃতদের মধ্যে সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল ব্যারিস্টার মেহেদী হাসান চৌধুরীর নামে ঢাকা আদাবর থানায় একটি হত্যা মামলাসহ দু’টি মামলা রয়েছে। তাদের মধ্যে প্রাইভেটকার চালক বাদে ৪ জনকে ঝিনাইদহ আদালতে সোপর্দ্দ করা হয়েছে।

মুজিবনগরে অস্ত্র ও গুলিসহ ৫ জন আটক

একটি বিদেশী পিস্তল, ১ রাউন্ড গুলি ও পিস্তলের ম্যাগজিনসহ ৫ সন্ত্রাসী ও জুয়াড়ি আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

গতকাল শনিবার বিকেল সাড়ে চারটার সময় মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার শিবপুর গ্রামের শামীম হোসেন ওরফে বিজয় শেখের বাড়ির সিঁড়ি ঘরের পায়খানার ট্রাংকীর ভিতর থেকে মুজিবনগর থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে পিস্তুল, গুলি ও ম্যাগজিন উদ্ধার করেন।

আটকরা হলেন, শিবপুর গ্রামের মৃত শাহাজুল শেখের ছেলে ওই বাড়ির মালিক শামীম হোসেন ওরফে বিজয় শেখ (২২), তার অপর ৪ সঙ্গী একই

উপজেলার কোমরপুর গ্রামের বিল্লাল শেখের ছেলে প্রিন্স শেখ (৩৪), সিরাজুল ইসলামের ছেলে শাহিন রেজা (২৪) যশোর কোতোয়ালী উপজেলার ঝুমঝুমপুর গ্রামের আব্দুল খালেকের ছেলে রাজন হাসান (২৯) ও শফিকুল ইসলামের ছেলে আলামিন (৩১)।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উজ্জ্বল দত্ত এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ জানায়, শিবপুর গ্রামের শামীম রেজা ওরফে শেখ বিজয়ের বাড়িতে কিছু অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী অবস্থান করছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে শিবপুর গ্রামে অনলাইন জুয়ার মাস্টার মাইন্ড শেখ বিজয়ের বাড়িতে মুজিবনগর থানার ওসি উজ্বল দত্তের নেতুত্বে পুলিশ অভিযান চালিয়ে ৫ যুবক কে আটক করে। এসময় বাড়ির নির্মাণাধীন ট্যাংকির ভিতর থেকে একটি বিদেশী নাইন এমএম পিস্তল, ১টি ম্যাগজিন ও এক রাউন্ড গুলি, ৫টি মোবাইল উদ্ধার এবং একটি প্রাইভেটকার আটক করে।পরে তাদের আটক করে মুজিনগর থানায় নিয়ে আসে পুলিশ।

মেহেরপুর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আহসান খান সাংবাদিকদের বলেন, শেখ বিজয় অনলাইন জুয়ার মাস্টার মাইন্ড হিসেবে এর আগে কয়েকবার পুলিশের হাতে আটক হয়। পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারে শেখ বিজয়ের বাড়িতে কিছু অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী অবস্থান করছে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে যশোর জেলার দুই যুবক সহ ৫ জনকে আটক করে। এসময় তাদের স্বীকারক্তি অনুযায়ী ১টি পিস্তল, ১টি ম্যাগজিন, ১ রাউন্ড গুলি, একটি প্রাইভেটকার ও ৫টি মোবাইল উদ্ধার করা হয়েছে। এ সময় একজন পালিয়ে যায় তাকে ধরতে পুলিশ সহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর একাধিক টিম মাঠে কাজ শুরু করেছে। প্রাথমিকভাবে আমরা ধারণা করছি এলাকায় সন্ত্রাসী কর্মকান্ড পরিচালনা করার লক্ষ্যে তাদের অবস্থান হতে পারে।

আটককৃতদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ও সাইবার ক্রাইম আইনে মুজিবনগর থানায় দুটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।